দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 15 DEC 2006
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

শিক্ষকতায় যোগ্যতা যাচাই পরীক্ষা : পাসের হার ২২.৪২

এক লাখ পরীক্ষার্থীর ৭৭ হাজারই ফেল

ইনকিলাব রিপোর্ট

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতায় আগ্রহীদের ন্যূনমত যোগ্যতা যাচাইয়ে 'বেসরকারী শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা'য় অংশগ্রহণকারী প্রায় এক লাখ পরীক্ষার্থীর মধ্যে সাড়ে ৭৭ হাজারই ফেল করেছে। পাস করেছে মাত্র ২২ হাজার ৩৮১ জন। পাসের হার ২২ দশমিক ৪২। বেসরকারী শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যায়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) গঠনের পর এটি ছিল

এক লাখ পরীক্ষার্থীর ৭৭ হাজারই ফে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মধ্যে সারাদেশের এক যোগে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের দুই মাস ২২ দিনের মাথায় গতকাল (বৃহস্পতিবার) আনুষ্ঠানিকভাবে ফলপ্রকাশ করা হয়েছে। বেলা সাড়ে ১২টায় শিক্ষা সচিব মোমতাজুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল বঙ্গভবনে গিয়ে প্রেসিডেন্ট, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা তথা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের সাথে সাক্ষাৎ করে এনটিআরসিএ'র অধীনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় পরীক্ষার ফলাফলের কপি হস্তান্তর করে। সেই সাথে সড়ব বমণফআঠঢডমব.ডমব ওয়েব সাইটেও এ ফলাফল প্রকাশ করা হয়। প্রকাশিত ফলাফলের মধ্যে মাধ্যমিক তথপরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার জন্য যোগ্যতা যাচাই পরীক্ষায় অংশগ্রহইকারী ৪৪ হাজার ৩৪৩ জন নারী-পুরুষের মধ্যে (সহকারী শিক্ষক/ সহকারী মৌলভী/জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর পদে) পাস করেছেন ১১ হাজার ১২৫ জন। মাধ্যমিক স্তরের পাসের হার ২৫ দশমিক ১৫। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসহ সমমর্যাদার প্রতিষ্ঠানের প্রভাষক /ইন্সট্রাক্টর পদে পরীক্ষাং অংশগ্রহণকারী ৫৫ হাজার ৪৬৪ জনের মধ্যে পাস করেছেন ১১ হাজার ২২৯ জন। এখানে পাসের হার ২০ দশমিক ২৫। দুই স্তরে গড় পাসের হার ২২ দশমিক ৪২। শিগগিরই শিক্ষা ৬টি বিভাগের শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে উত্তীর্ণদের সনদ প্রদান করা হবে।

জানা গেছে, এনটিআরসি'র অধীনে দ্বিতীয় দফার এ পরীক্ষায় স্কুল, কলেজ মাদ্রাসা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানের ১১৫টি বিষয়ে শিক্ষকতার জন্য সারাদেশ থেকে ১ লাখ ৪৬ হাজার ৭৫৩টি আবেদন জমা পড়ে। এর মধ্যে তথ্যগত ঘাটতি ও ত্রুটিজনিত কারণে ১৫ হাজার আবেদন বাতিল হয়ে যায়। এ দফায় ১১৫টি বিষয়ে আবেদন আহবান করা হলেও ৯টি বিষয়ে কোন আবেদন পাওয়া যায়নি। বেসরকারী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসাও কারিগরি শিক্ষা প্রতি চাকরি পাওয়ার পূর্বশর্ত এই সনদ অ ১০৬টি বিষয়ে মাধ্যমিক পর্যায়ে সহ শিক্ষক/সহকারী মৌলভী/জুনিয়ার ইন্সট্রা এবং কলেজ পর্যায়ে প্রভাষক পদে মোট লাখ ৪৬ হাজার ৭৫৩ জন নারী-পুরুষ আ করেন। এর মধ্যে নানা কারণে বাদ বাতি ১৫ হাজার আবেদন। পরীক্ষায় অংশগ্র জন্য মোট প্রবেশপত্র ছাড়া হয় ১ লাখ হাজার ৭ ৫৩ জনকে। এর মধ্যে সহ শিক্ষক ও সমমর্যাদার ৫৯ হাজার ৮৩০ এবং প্রভাষক পদমর্যাদার ৭১ হাজার ৯২৯ আবেদনকারীকে সরকারী ডাকযোগে প্রবে ছাড়া হয়। সিরামিক, ডাইং/প্রিন্টিং, ি উইভিং, গ্লাস সিরামিক বিষয়ে কোন আবে জমা পড়েনি। আর যে ১০৬টি বিষয়ে আ জমা পড়েছে তার মধ্যে সব চেয়ে আবেদন ছিল রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে। এর রয়েছে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা। বেশ বিষয়ে ১/২ জন করেও আবেদনকারী ছিল গতকাল দুপুরে প্রেসিডেন্টের আনুষ্ঠানিভাবে ফলাফলের কপি হস্তান্তর এনটিআরসি'র চেয়ারম্যান ও শিক্ষা মন্ত্রণা অতিরিক্ত সচিব মোঃ আবদুল মতিন চৌ সংস্থার সচিব মশিউর রহমানসহ সদস্য শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং এনসিটি চেয়ারম্যানও উপস্থিত ছিলেন।

আনুষ্ঠানিকভাবে ফল প্রকাশের পর মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের সাথে কথা ব নেটিআরসিএ সচিব মশিউর রহমান। বলেন, প্রথম দফার তুলনায় এবারের পরী প্রশ্ন মানসম্পন্ন হয়েছে। মূল্যায়নও হ যথাযথভাবে। তিনি বলেন, ১শ' করে দু'শ' নম্বরের পরীক্ষায় প্রতিটি বিষয়ে পাস ছিল ৪০। উভয় বিষয়ে যারা ৪০ করে পেয়েছে তাদের পাস ধরা হয়নি। এক প্র জবাবে তিনি বলেন, আগামী বছরের জুন জু নাগাদ তৃতীয় দফার পরীক্ষা হতে পরে। প্র তিনি জানান, দেশের বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে বছরে ৯ হাজার শিক্ষক শিক্ষিকার তৈরী হয়।

এদিকে এনটিআরসিএ আইন গেজেট আ প্রকাশের পর গত মার্চ মাসে অনু এনটিআরসিএর'র প্রথম দফার পরী শিক্ষকতা পেশায় যোগ্যতা যাচাইয়ে সারা থেকে মাদ্রাসার ৪টি, কারিগরি'র ৯টি এবং কলেজের ৩৬টি বিষয়ের আবেদন আহবান হয়। তখন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর প্রায় হাজার নারী-পুরুষ আবেদন করেন। এর আবেদনপত্র ত্রুটির কারণে বাদ পড়ে ৩ হা আবেদনকারী। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ডাকা হয় ৭৬ হাজার আবেদনকারীকে। পরীক্ষায় অংশ নেয় প্রায় ৫৯ হা আবেদনকারী। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন হাজার ৭৮৮ জন।